

হরি ভাই,

এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সমুদ্রতটে অবস্থান করছি। Congress of History of Religions (ধর্মেতিহাস সম্মেলন) হয়ে গেছে। সে কিছু নয়, জন কুড়ি পন্ডিত শালগ্রামের উৎপত্তি, জিহোবার উৎপত্তি ইত্যাদি বক্বাদ করেছে! আমিও খানিক বক্বাদ তায় করেছি।

আমার শরীর-মন ভেঙে গেছে। বিশ্রাম অত্যাবশ্যিক। তার উপর একে নির্ভর করবার লোক কেউ নেই, তায় আমি যতক্ষণ থাকব, আমার উপর ভরসা করে সকলে অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে যাবে।

... লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনঃকষ্ট। কাজেই ... সব লিখে পড়ে আলাদা হয়ে গেছি। এখন আমি লিখে দিচ্ছি যে, কারও একাধিপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ majority-র (অধিকাংশের) হুকুমে হবে ... সেই মত ট্রাস্ট ডীড্ করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি।

এ বৃত্তান্ত ঐ পর্যন্ত। এখন তোমরা যা হয় কর। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, বস। গুরুমহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম -- প্রাণ বার করে আমি শোধ করে দিয়েছি। সে কথা তোমায় কি বলব ... দলিল করে পাঠিয়েছি সর্বেসর্বা কত্তান্তির! কত্তান্তি ছাড়া বাকি সব করে দিয়েছি।

গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা -- এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কত্তা করে দিচ্ছি! গুরুদেব বড় বলতেন। এ তাঁর কাজ। ... প্রাণ ধরে সই করে দিয়েছি। এখন থেকে যা করব, সে আমার কাজ।

আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম। গুরুমহারাজের ঋণ^১ প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবি-দাওয়া নেই।

তোমরা যা করছ, ও গুরুমহারাজের কাজ, করে যাও। আমার যা করবার করে দিয়েছি, বস! ও-সব সম্বন্ধে আমায় আর কিছু লিখো না, বলো না, ওতে আমার মতামত একদম নেই। ... এখন থেকে অন্য রকম। ... ইতি

নরেন্দ্র

পুঃ -- সকলকে আমার ভালবাসা।

^১ ২৬ মে, ১৮৯০ খ্রীঃ প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।